লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ১৫ ● ১লা নভেম্বর ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা পেয়ে থাকেন এমন ১৭ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বিনা খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 'বৃদ্ধশ্রী' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে।

এই প্রকল্পটি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে রূপায়িত হবে। প্রথম দফায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। গ্রামে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা তৈরির দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে বয়স্ক মানুষদের রোগ নির্ণয় করার জন্য স্বাস্থ্য শিবির করা হবে।

বৃদ্ধশ্রী

পরবর্তী ধাপে প্রয়োজন অনুসারে মহকুমা ও জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, বাত, পেটের রোগ, দাঁত,চোখ এবং কানের রোগের চিকিৎসা সহ বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসা করা হবে। এই তিন জেলায় শিবিরের জন্য ৩০লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সুত্রে জানা গেছে।

বার্তা প্রতিনিধি: বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকার চালু করেছে 'যুবশ্রী' প্রকল্প। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে বেকার যুবক যুবতীদের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লেখাতে হবে। প্রথম পর্যায়ে নাম লেখানো ১লক্ষ বেকার যুবককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এই প্রকল্পে বেকার যুবকদের প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া হবে।

যুবশ্রী

বার্তা প্রতিনিধি: ১লা অক্টোবর থেকে রাজ্যে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু হয়েছে। এদিন যাদের বয়স ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছে তারাই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে ৫০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এককালীন ২৫হাজার টাকা দেওয়া হবে। বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুসারে ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৬ জন পড়াশুনা বাবদ বছরে ৫০০ টাকা করে পাওয়ার যোগ্য। আবার ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৪৬ জন এককালীন ২৫ হাজার টাকা পেতে পারে।

কন্যাশ্রী

মূলত: লেখাপড়ায় উৎসাহ এবং বাল্যবিবাহ আটকাতেই রাজ্য সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে বলে সমাজ কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

ঝালদায় শিক্ষক দিবস পালন

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের বামনিয়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে ৫ই সেপ্টেম্বর ডা: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সাড়ম্বরে পালিত হল শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বামনিয়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সমস্ত স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন।

ঝালদা ২ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভদীপ চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিক্ষকদের উন্নতমানের শিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়, পড়াশোনাকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে।

শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পল্লীবান্ধব নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক পবন তেওয়ারীর উদ্যোগে সচেতনতামূলক পুরুলিয়ার লোকগান এবং মানভূমের ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর গান। পবন তেওয়ারীর কথা এবং সুরে সুভাষ কুইরীর কন্ঠে সুললিত সঙ্গীত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী ও স্থানীয় দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

কৃষি খামারে মাছ চাষ

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে ১৯৬ টি কৃষি খামারের মধ্যে ৭৫ টিতে মাছ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। এই মাছ চাষে সাহায্য ও পরামর্শ দেবে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। ইতিমধ্যে কোন কোন জেলার কৃষি খামারে মাছ চাষ করা হবে তা ঠিক করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৯টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, বাঁকুড়ায় ১২ টি এবং পুরুলিয়ায় ২২ টি পুকুরে মাছ চাষ করা হাবে। পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি ব্লকের বীজ খামারের ৪ একর জলাশয়ে রুই, কাতলা এবং মৃগেল মাছের চারা পোনা ছাড়া হয়।

আমাদের পঞ্চায়েত আমাদের অধিকার

চল যাই গ্রাম সংসদ সভায়

দেবাশীষ বেরা: পশ্চিমবঙ্গ জীবন জীবিকা সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০ ও ২১ শে অক্টোবর কোলকাতা সেবা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ষাণ্মাসিক গ্রাম সংসদ সভা ও গ্রাম সভাগুলি যাতে পঞ্চায়েতের আইন মেনে যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করা। পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলো যাতে এ ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে সভাগুলিকে সফল করে তুলতে পারে সে ব্যাপারেও সহায়তা দেওয়া।

সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪তম সংশোধনীতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্থানীয় সরকার রূপে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে সাফল্যের সঙ্গে গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত করা, যেখানে গ্রামের মানুষ নিজেরাই নিজেদের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ আরও এক ধাপ এগিয়ে তৃণমূল স্তরের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ জীবন জীবিকা সুরক্ষা মঞ্চ গ্রাম সংসদ সভা অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের ১৫টি জেলার বিভিন্ন সংসদে পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, দেওয়াল লিখন, মাইক প্রচার, স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে প্রচার, পথসভা, পথ নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে সুরক্ষা মঞ্চ ব্যাপক জনচেতনা গড়ে তুলবে। নভেম্বর মাস জুড়ে ১৫ টি জেলার ৩৫টি স্বেচ্ছাসেবী ও গণসংগঠন এই প্রচারাভিযানে সামিল হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দু'দিনের এই কর্মশালায় মুখ্য প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী নব দত্ত , শ্রী অশোক নায়েক এবং মঞ্চের আহ্বায়ক সুশ্রী ঝর্ণা আচার্য।

বুঝে নিন অধিকার

বার্তা প্রতিনিধি: মানুষ যাতে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ঠিক সময়ে পান, তা সুনিশ্চিত করতে **জন পরিষেবা অধিকার আইন** তৈরি করল রাজ্য সরকার। ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বিলটিতে সই করেছেন। ক্রেতা সুরক্ষা সচিব বিবেক ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, **১লা নভেম্বর থেকে সারা রাজ্যে ওই আইনটি কার্যকর হবে**। এই আইনটি সম্পর্কে বিশদ ভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হল।

আইনটি কী: *সরকারি পরিষেবা পেতে মানুষের হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে এই আইন।*

কী সুবিধা হবে : *নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা দিতে না পারলে জরিমানা হবে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকের।*

জরিমানা কত : *দৈনিক ২৫০ টাকা, সর্বোচ্চ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট অফিসারের সার্ভিস বুকেও বিষয়টি তোলা হবে।*

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কেউ কাজ শেষ করলে কি হবে: *সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আর্থিক পুরস্কার। সার্ভিস বুকেও তোলা হবে।*

এমন আইন কি পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম : *না। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্নাটকে আগেই হয়েছে।*

আইনটি কার্যকর হচ্ছে কিনা কে দেখবে : *প্রতি দফতরে একটি সেল থাকবে। পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করবে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর।*

প্রথম দফায় ক'টি দফতর এই আইনের আওতায় থাকবে: *১২ টি। ভূমি ও ভূমিসংস্কার, স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, পরিবহণ, খাদ্য ও সরবরাহ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন, পুর ও নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং অনুন্নত শ্রেণি দফতর।*

কত দিনে কোন পরিষেবা

আপাতত খাদ্য ও সরবরাহ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাকি দফতরগুলির ক্ষেত্রে তা পর্যায়ক্রমে জানানো হবে। নথিপত্র ঠিক থাকলে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা দিতে হবে।

৩-৬ মাস: সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ঋণ,মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কলারশিপ। **৩ মাস:** এনবিসিএফডিসি'র টার্ম লোন।

৩০ দিন: নতুন রেশন কার্ড পেতে, রেশন কার্ডে নাম, ঠিকানা, বয়স বা পরিবারের কর্তার নাম বদল করতে, নষ্ট হলে, হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট রেশন কার্ড পেতে।

১৫ দিন: রেশন কার্ড সমর্পন করে অন্য জায়গায় করতে, বাতিল হওয়া রেশন কার্ড পুনর্ব্যবহার যোগ্য করতে, ডুপ্লিকেট মার্কশিট, অ্যাডমিট এবং সার্টিফিকেট পেতে (মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক), মার্কশিট, অ্যাডমিট এবং সার্টিফিকেটে ভুল থাকলে সংশোধন করতে (মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক), মাইগ্রেশন (মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক)।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

স্বমূল্যায়নের নতুন বিন্যাস

যুগ যুগ ধরে স্বত:সিদ্ধ সত্য হিসেবে চিহ্নিত, আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি এবং তার প্রেক্ষিতে উত্তরণ। মানুষের সব চেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজে কতটা এগোতে পারল তা নিজে বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হল 'স্বমূল্যায়ন'।

এই 'স্বমূল্যায়ন' প্রক্রিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকার মানের উন্নতি সহ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে নিজেরা কাঙ্খিত লক্ষ্যের কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তা নিজেরাই সমীক্ষা করে দেখবেন তেমনি অন্যদিকে এর কারণ সহ ঘাটতির দিকগুলোও অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে নির্ধারণ করবেন, যা তাদের পরবর্তী কালের আবশ্যিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল উপসমিতি, কর্মচারীবৃন্দসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সামিল হবেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি বিষয়ের কাজের বাস্তব সমীক্ষাসহ মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়নের নম্বর সুনিশ্চিত করবেন। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় একটি ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সামিল হবেন তাই এক্ষেত্রে একজন আরেকজনের থেকে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে রয়েছেন তাও তারা বুঝতে পারবেন। এটি তাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন এই 'স্বমূল্যায়ন' প্রক্রিয়াটি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লকের অন্য কোন আধিকারিকের দ্বারা সম্পাদিত হবে স্বাভাবিক ভাবেই যা আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের আত্মবিশ্লেষণ ছিল তা আত্মরক্ষায় রূপান্তরিত হবে কিনা- এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কাজ ও তথ্যের সার্বিক সংকলন ওই আধিকারিকের পক্ষে সম্যক ভাবে কতটা যাচাই করা সম্ভব হবে সে প্রশ্ন ও থেকে যায়। একজন বিশেষ ব্যাক্তির (আধিকারিকের) নিরপেক্ষতা যাচাই করার কোন জায়গা থাকবে কি? সুতরাং আগে যা এক পঞ্চায়েতের লোকজন (প্রধান/উপপ্রধান,সঞ্চালক, সচিব,নির্বাহী সহায়করা) অন্য পঞ্চায়েতের কাজের যেভাবে মূল্যায়ন করতেন বর্তমানে কোন একজন আধিকারিকের দ্বারা তা কি পরিপূর্ণ ভাবে করা সম্ভব হবে? আমরা কি এটাকে গণতন্ত্রের নতুন বিন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করব? অনেকগুলি নেতিবাচক প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আমাদের মনে হয় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

একশ' দিনের কাজে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলারা পিছিয়ে

বার্তা প্রতিনিধি: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে একশ' দিনের কাজে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার যেখানে ৫৬.১৭ শতাংশ সেখানে রাজ্যে এই হার ৩৫.২ শতাংশ। এই প্রকল্পে মহিলাদের কাজ পাওয়ার নিরিখে জাতীয় স্তরে রাজ্যের অবস্থান বর্তমানে ২৩ নম্বরে। গত আর্থিক বছরে রাজ্যের অবস্থান আশানুরূপ না হলেও ২২ নম্বরে ছিল। এবার তা আরও এক ধাপ নীচে নেমে গেল।

শুধুমাত্র মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রেই নয়, চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত তামিলনাড়ু, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ যথেষ্ট শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যে সফল হলেও পশ্চিমবঙ্গ শ্রমদিবস সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে। যেমন গত পাঁচ মাসে তামিলনাড়ু, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ, ৮ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ১৫ কোটি ৭৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করলেও রাজ্যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৩৫ লক্ষ।

এর মধ্যে কাজ পাওয়া মহিলাদের সংখ্যা ৮২ লক্ষ ৫৮ হাজার। ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে কাজ পাওয়া মহিলাদের সংখ্যা ছিল অন্তত ছ'গুণ বেশি।

এরপর তিনের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

যৌথ প্রশাসনিক ভবন, এইচ.সি-৭, সেক্টর-৩, বিধান নগর, কলতাতা ৭০০১০৬

স্মারক সংখ্যা: ৫৩১৫ (১৮)/আর.ডি/ও/ডিপিএফ/১ই-১/২০০৮ **তারিখ - ১০/১০/২০১৩**

প্রেরক: দিলীপ পাল, বিশেষ সচিব প্রাপক: জেলা শাসক, ... (সকল)

বিষয়: ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রূপায়ণ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মহাশয়/মহাশয়া,

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৯(১) ধারা বলে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির ভিত্তিতে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময় সংক্রান্ত বিষয়ে এই বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনামা (স্মারক নং ৩৪৪৩/পি.এন/ও/৩ক/৩বি-১/০৯, তারিখ ৩১/০৭/২০০৯) প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময়-সীমার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভিত্তিক কিছু পরিবর্তন এনে আরও একটি নির্দেশনামা (স্মারক নং ৬৯(১৮)/আর.ডি/ও/ডি.পি.এফ/১ই-১/২০০৮, তারিখ ০২/০১/২০১৩) প্রকাশ করা হয়েছে।

বর্তমানে অষ্টম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পর পর্যায়ক্রমে উপ-সমিতি গঠন ও সঞ্চালক নির্বাচনের প্রক্রিয়া বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে - যার ফলে, উপরে উল্লিখিত নির্দেশনামার সময়সীমা অনুসরণ করে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের জন্য উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক।

১) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি গঠনের পর যত দ্রুত সম্ভব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির একটি সভা ডেকে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেটের রূপরেখা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপ-সমিতির জন্য মোট তহবিল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল নির্ধারণ করে দেবে।

২) এরপর প্রত্যেক উপ-সমিতি তার নির্ধারিত তহবিল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ উপ-সমিতির পরিকল্পনা রচনা করবে এবং উপ-সমিতির সচিবের সহায়তায় ৩৫ নং ফর্মে তাদের বাজেটের রূপরেখা প্রস্তুত করবে। এই কাজটি বর্তমান বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। এই কারণেই যত দ্রুত সম্ভব কাজটি সম্পূর্ণ করা আবশ্যক।

(৩) উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেটের রূপরেখা পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট ছকে **প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা এবং বাজেট** (ফর্ম ৩৬) তৈরি করবে এবং অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা এবং বাজেট পেশ হবে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর এই পরিকল্পনা ও বাজেটকে **খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট** হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার জন্য উপরিউক্ত ধাপগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাণ্মাসিক গ্রাম সংসদ সভা আয়োজিত হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৪) এর পরবর্তী ধাপগুলি উপরে উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে করতে হবে। অর্থাৎ, খসড়া উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট নভেম্বর মাসে গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম সংসদ সভায় যদি এই খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট সম্বন্ধে কোনও আপত্তিকর পরামর্শ আসে তাহলে তা লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। একইভাবে **ডিসেম্বর মাসের** গ্রাম সভায় খসড়া উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করতে হবে।

(৫) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে খসড়া পরিকল্পনার উপর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসারে পর্যালোচনা করতে হবে।

(৬) ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা এবং সমস্ত আপত্তি, পরামর্শকে মাথায় রেখে উপ-সমিতি ভিত্তিক চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ সাধারণ সভায় খসড়া উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করবে এবং চূড়ান্ত উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট গ্রহণ করবে। মনে রাখা প্রয়োজন, চূড়ান্ত উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতিগুলির বাজেটের রূপরেখায় যে পরিবর্তন হল তা পুনরায় উপ-সমিতির সভাগুলিতে গ্রহণ করে নিতে হবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে শেষ করা আবশ্যক। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেহেতু এখনও বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে সকল উপ-সমিতির সঞ্চালক নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি, তাই সেই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিও গঠিত হয়নি।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও বাজেট) নিয়মাবলী, ২০০৭ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির, তাই এই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের পরিকল্পনার অন্তর্গত নতুন কোনও কাজের রূপায়ণ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে, যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির গঠন সম্ভব না হয় তাহলে ৩১শে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার অনুমোদন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের পরিকল্পনার অনুমোদন নিতে পারে এবং কাজের বরাতের অনুমোদন নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে।

এছাড়া যেহেতু ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের খসড়া উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট ষাণ্মাসিক গ্রাম সংসদ সভাগুলিতে এবং গ্রাম সভাগুলিতে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য পেশ করা প্রয়োজন তাই আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৩-র মধ্যে সকল গ্রাম সংসদ সভা এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩-র মধ্যে গ্রাম সভা শেষ করা একান্ত জরুরী।

উপরে উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার জন্য সকল প্রকার সহায়তা দেওয়ার জন্য এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানাই। শুভেচ্ছা সহ,

আপনার বিশ্বস্ত,

(দিলীপ পাল)

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

জনমুখী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে নভেম্বর মাসে ষান্মাসিক গ্রাম সংসদ সভা সফল করে তুলুন

রাজ্যে নতুন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হয়েছে। অনেক নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকে আবার প্রধান , উপ-প্রধান হয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনারও দায়িত্ব পেয়েছেন। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। রাজ্যে জনমুখী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংসদ সভার গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণে সংসদ সভার গুরুত্ব সম্পর্কে পঞ্চায়েত ও জনসাধারণের সচেতন হওয়া জরুরী। আমাদের এবারের আলোচনা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে।

১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি গ্রাম সংসদ রয়েছে। নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রত্যেক ভোটার এই গ্রাম সংসদের সদস্য। **(ধারা ১৬ক)**

২) গ্রাম সংসদের সভা করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ দেবেন। কমপক্ষে সাত দিনের নোটিশে সভা ডাকতে হবে। সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় এবং স্থান মাইকের মাধ্যমে বা ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডেও টাঙিয়ে দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বছরে দু'বার সভা করতে হবে। বাৎসরিক সভা করতে হবে মে মাসে এবং ষাণ্মাসিক সভা করতে হবে নভেম্বরে। এছাড়া, প্রয়োজনে অথবা রাজ্য সরকারের নির্দেশে গ্রাম সংসদের বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে। বিশেষ সভার ক্ষেত্রে কমপক্ষে পনেরো দিনের নোটিশ দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৪) এলাকার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যকে গ্রাম সংসদের সভায় হাজির থাকতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৫) প্রধান বা উপ-প্রধান গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। দু'জনেই অনুপস্থিত থাকলে, নির্বাচন ক্ষেত্রের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য (দু'জন সদস্য হলে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য) সভাপতিত্ব করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৬) গ্রাম সংসদের সভায় সংসদ সদস্যের হাজিরা একটি খাতায় নিতে হবে এবং সভায় রেজ্যুলিউশন খাতায় লিখতে হবে। সভা শেষ করার আগে লিখিত রেজ্যুলিউশন সভায় পড়ে শোনাতে হবে, তারপর সভায় যিনি সভাপতিত্ব করবেন তিনি রেজ্যুলিউশনে স্বাক্ষর করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৭) সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ শতকরা দশভাগ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। কোরাম না হলে সভা মুলতুবি হবে। মুলতুবি সভা একই স্থানে সভার তারিখ বাদ দিয়ে পরের সাত দিনের মাথায় হবে। মুলতুবি সভায় পাঁচ শতাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৬৯)**

৮) গ্রাম সংসদের বিশেষ সভার ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা কুড়ি ভাগ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। বিশেষ সভা যদি কোরামের অভাবে মুলতুবি হয়ে যায় তাহলে মুলতুবি সভায় এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ দশ শতাংশ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। এক্ষেত্রে সদস্য বলতে গ্রাম সংসদ এলাকার ভোটারকে বোঝাবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৯) গ্রাম সংসদকে, এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং উপদেশ দিতে পারবে। গ্রাম সংসদের সভায় যে সব সিদ্ধান্ত হবে, সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ১৬)**

গ্রাম সংসদে মুখ্য আলোচ্য বিষয়:

১) প্রকল্প নির্দিষ্ট করা এবং প্রকল্পের নীতি ও অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

২) বিভিন্ন প্রকল্পের বা দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিতকরণের নীতি নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বাৎসরিক সভায় অর্থাৎ মে মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত এক বছরের হিসাব বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা এবং বিগত বছরে কী কাজ হয়েছে এবং চলতি বছরে কী কাজ হবে এবং পরবর্তী বছরে কী কী কাজ করা যেতে পারে সেই সংক্রান্ত বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক,১৭ক, ১৮)**

৪) ষাণ্মাসিক সভায় অর্থাৎ নভেম্বর মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট সম্বন্ধে সংসদের সদস্যদের মতামত নেওয়া, বিগত ছয় মাসের

হিসাব এবং বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা, পরবর্তী আর্থিক বছরের পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, ১৭ক, ১৮)**

গ্রাম সংসদের সভায় প্রকাশযোগ্য বিষয়সমূহ:

গ্রাম সংসদের সভায় যে যে বিষয়গুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে:

[সূত্র: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আদেশনামা নং ২৯৮/পিএন/ও/ঐ/৩সি-৭/০৩ তারিখ ২১.০১.২০০৯]

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন) অনুযায়ী গ্রাম সংসদ গঠিত হয়েছে সংসদের সদস্য এবং গ্রাম সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি দায়বদ্ধতার মঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে বছরে দু'বার ঐ সংসদগুলির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ঐ সংসদগুলির সদস্যদের কাছে পৌঁছানো উচিত যাতে তাঁরা ঐ সকল তথ্য জানতে পারেন, যথার্থ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন ও ঐ সংস্থাগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রকাশ করা ও সকল সদস্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সকল তথ্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের এবং অর্ধবার্ষিক বা ষাণ্মাসিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সেই বছরের প্রথম ছ'মাস সংক্রান্ত হতে হবে:

১) বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি সমেত পূর্ববর্তী সংসদ বৈঠকে গৃহীত সুপারিশ বা প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ বিষয়। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয়ে থাকলে তা পরিস্কারভাবে জানানো উচিত।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ২৭নং ফর্ম অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সহ, জানাতে হবে।

৩) প্রধান খাতওয়ারী উদ্বৃত্ত তহবিল যেটি অব্যয়িত অবস্থার সময়সীমার শেষে পড়ে আছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন ঘটলে তার বিবরণ।

৪) নিজস্ব তহবিলের ক্ষেত্রে নির্ধারক তালিকার নিরিখে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং ঐ তহবিলের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার এবং নিজস্ব তহবিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়, সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি এবং ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তহবিলের পরিমাণ বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬) সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সংখ্যা ও উপ-সমিতির সভার সংখ্যা এবং ঐ সভাগুলিতে উপস্থিতির হার। যে সকল সমিতিগুলিতে বিধিসম্মত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা এবং কারণ দেখাতে হবে।

৭) অভ্যন্তরীণ ও ই.এল. এ. কর্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রতিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ এবং ঐ প্রতিবেদনগুলির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যদি ইতিমধ্যে সংসদ সভায় উপস্থাপিত না হয়, যদি পর্যবক্ষেণের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৮) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও প্রতিবেদন থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ঐ প্রতিবেদনের উপর যে কোনও বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৯) সংসদ সভায় পেশ করা না হয়ে থাকলে সর্বশেষ স্বমূল্যায়নের প্রতিবেদনের উপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ঐ সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতার তথ্য বিবৃত করা উচিত। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/দুর্বলতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

১০) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া বা বর্তমানে চালু আছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা জানাতে হবে।

১১) ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের নাম জানাতে হবে।

১২) জনগণের অংশগ্রহণ/স্বেচ্ছাদানের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, অন্যস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৩) শূন্য পদের সংখ্যা এবং তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দু'য়ের পাতার পর...

একশ' দিনের কাজে...

গত বছর প্রথম পাঁচ মাসে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল এবং ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ মহিলা কাজ পেয়েছিলেন।

এবার অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ডামাডোল চলতে থাকায় অন্তত দু'তিন মাস পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। শ্রমদিবস কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহিলাদের কাজও কমেছে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার মত জেলায় যেখানে মাঠে কাজ করা মহিলাদের সংখ্যা প্রচুর এবং এই মাঠের কাজের জন্য তাদেরকে মহিলা কিষাণ রূপে স্বীকৃতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের অধীনে মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে সেখানে মহিলাদের পুরুষরা বাইরে কাজে পাঠাতে চান না রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের এমন দাবীর যুক্তি খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

গ্রামের পঞ্চায়েত নিয়ে কাজ করে এমন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গ্রাম স্তরের কর্মীদের মতে, একশ' দিনের কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি একশ' দিনের কাজের প্রচারে তেমন একটা গা লাগায় না। ফলে কাজ সম্পর্কে খুব কম লোকই জানতে পারেন। কাজের পর মজুরি পেতেও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। মহিলাদের মধ্যে কাজের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে স্বনির্ভর দলগুলিকেও একশ' দিনের কাজের প্রচারে লাগানো হয় না। এই সমস্ত কারণে এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্যে মহিলারা পিছিয়ে থাকেন।

জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭জন প্রধান, উপ-প্রধান তাদের প্রশিক্ষণ পর্বে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় পঞ্চায়েতের যে সমস্ত কাজকর্ম এবং ত্রুটি বিচ্যুতি তাদের নজরে আসে সেগুলি তুলে ধরা হল-

পরিদর্শকদের নাম: রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েত প্রধান রমেশ খেরিয়া, রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েত উপ-প্রধান শ্যামম কেরকেট্টা, চ্যাঙমারী পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মন্ডল, চ্যাঙমারী পঞ্চায়েত উপ-প্রধান বিকাশ মুন্ডা, তেশিমলা পঞ্চায়েত প্রধান মৌসুমী সরকার, তেশিমলা পঞ্চায়েত উপ-প্রধান মনোরঞ্জন বর্মন, কুমলাই পঞ্চায়েত প্রধান মুক্তি রায়।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১২ জন।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে মহিলা ৭জন ও পুরুষ ৫জন।
- এখানে এখনও ১০০ দিনের কাজ শুরু হয় নি। ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে কাজের আবেদনকারীদের গড়ে ৩১ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে।
- তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তির কোন ফাইল পাওয়া যায় নি।
- বার্ষিক কর সংগ্রহ ৯০ হাজারের মতো ওঠে, তবে নিয়মিত কর নেওয়া হয় না। মোবাইল টাওয়ার, চা-বাগানগুলি কর দেয় না। সর্বনিম্ন কর ২০ টাকা।
- সহায় কর্মসূচি আগে চলত কিন্তু বর্তমানে উদ্যোগের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে।
- উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না, এমন কি উপ-সমিতি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনাও তৈরি হয় না।
- সাসফাউ, প্রফলাল বকোয়া প্রভৃতি প্রকল্পগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেই।
- দ্বিতীয় শনিবার ও চতুর্থ শনিবারের মিটিং অনুষ্ঠিত হলেও জনপ্রতিনিধিরা মিটিং-এ আসেন না।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৬টি এস এস কে, ১টি এম এস কে, ১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি জুনিয়ার স্কুল এবং ১টি এম এস কে মাদ্রাসা রয়েছে।
- পঞ্চায়েত অফিসের দেওয়ালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা ও ইন্দিরা আবাস যোজনার তালিকা উপভোক্তাদের দেওয়া আছে।
- সাপ্টিবাড়ী-২ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬জন আশা, ২জন এ এন এম রয়েছেন। তারা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকেন। জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টার নিয়মিত আপ-টু-ডেট করা হয়।
- এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৪২টি স্বনির্ভর দল রয়েছে তার মধ্যে প্রথম গ্রেডেশনভুক্ত দলের সংখ্যা ১০৫, দ্বিতীয় গ্রেডেশনভুক্ত দলের সংখ্যা ৭০ এখানে সম্পদ কর্মীর সংখ্য-২। প্রকল্প লোন মঞ্জুর করা হয়েছে ১২টি দলকে।
- প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাদের আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে বিরোধী দলের।
- নোটিশ বোর্ড বাঁধানো রয়েছে এবং তাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ভালভাবে লেখা আছে।
- সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম মানা হয় না।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকটবর্তী স্কুলগুলির পরিকাঠামো মোটামুটি ভাল থাকলেও মিড ডে মিলের পরিষেবা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো পায় না। ছাত্রছাত্রীদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় না।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা আছে।
- বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নোট শিট ব্যবহার করা হয়।
- ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে পূর্বের পঞ্চায়েত বোর্ড সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের অভাব অভিযোগ এবং ক্ষোভ রয়েছে।
- ডেঙ্গুর মিটিং-এ কোনও জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।
- ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন ও তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন ও অনুন্নত অঞ্চল উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সুন্দর হল ঘর তৈরি করা হয়েছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে বাই-ল এর খাতাটা পাওয়া যায় নি।
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের নাম ও ফোন নং

ক্র: নং নাম	পদাধিকার	প: সমিতির নাম	জেলা	ফোন নং
১. সুভাষ বোস	সভাপতি	ময়নাগুড়ি	জলপাইগুড়ি	৯৬৭৯৯১৩৩৯০
২. সুনতী রায়	সহকারী সভাপতি	ময়নাগুড়ি	জলপাইগুড়ি	৯৭৪৯৬৪৭৯৩২
৩. সন্ধ্যা বিশ্বাস	সভাপতি	ফালাকাটা	জলপাইগুড়ি	৯৭৩৪৯৭৮২৮৩
৪. যতীন্দ্র চন্দ্র রায়	সহকারী সভাপতি	ফালাকাটা	জলপাইগুড়ি	৯৪৩৪৬০১৬৫২
৫. তৃষ্ণা বরুয়া	সভাপতি	ধূপগুড়ি	জলপাইগুড়ি	৯৬০৯৭৭৭৮৪৪
৬. রাজকুমার রায়	সহকারী সভাপতি	ধূপগুড়ি	জলপাইগুড়ি	৯৮৩২৬৭৯৭৭৭
৭. সফিরুদ্দিন আহম্মেদ	সভাপতি	মাটিয়ালী	জলপাইগুড়ি	৮৯৭২৮৪৪৭৬৫
৮. সুচিত্রা বাগওয়ার	সহকারী সভাপতি	মাটিয়ালী	জলপাইগুড়ি	৯৫৯৩৯৪০৮১৭
৯. রাখী বর্মন	সভাপতি	সদর (জল)	জলপাইগুড়ি	৮৫০৯২৫০৯৪৯
১০. সুচিত্রা বর্মন	সহকারী সভাপতি	সদর (জল)	জলপাইগুড়ি	৯৭৪৯০৬৮০২৭
১১. ছানু ঘিসিং	সভাপতি	মাদারীহাট-বীরপাড়া	জলপাইগুড়ি	৯৫৪৭৩৮২৭০৬
১২. তকদির বিশ্বকর্মা	সহকার সভাপতি	মাদারীহাট -বীরপাড়া	জলপাইগুড়ি	৯৭৩৪১৭৮৩৬১
১৩. নির্মলা মাঝি	সভাপতি	কালচিনি	জলপাইগুড়ি	৯৯৩২৩৪২২১৪
১৪. কালিদাস মুখার্জ্জী	সহকারী সভাপতি	কালচিনি	জলপাইগুড়ি	৯৪৩৪৩১৯২০৪
১৫. হেমন্ত রায়	সভাপতি	নাগরাকাটা	জলপাইগুড়ি	৭৮৭২৮৫৩২৬৬
১৬. প্রিয়া ছেত্রী	সহকারী সভাপতি	নাগরাকাটা	জলপাইগুড়ি	৯৬৪৭৮২৬৩৮৪
১৭. সত্যেন্দ্র নাথ মন্ডল	সভাপতি	রাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	৯৭৩৩০৯০২৮৫
১৮. জ্ঞানেন্দ্র মন্ডল	সহকারী সভাপতি	রাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	৯৯৩৩১৩০২৩২
১৯. রিঙ্কু তরফদার	সভাপতি	আলিপুরদুয়ার-২	জলপাইগুড়ি	৮৩৭২৮৩০৫০৬
২০. নীতেন কুমার রায়	সহকারী সভাপতি	আলিপুরদুয়ার-২	জলপাইগুড়ি	৯৮৩২৪৫১৬১৬
২১. সুজয় কুমার নিহা	সভাপতি	আলিপুরদুয়ার-১	জলপাইগুড়ি	৯৭৩৩১৬৭৫৭৬
২২. লক্ষ্মীকান্ত রাভা	সহকারী সভাপতি	আলিপুরদুয়ার-১	জলপাইগুড়ি	৯৭৩৩২৬২৪৮২
২৩. শান্তামায়া নর্জিনারী	সভাপতি	কুমারগ্রাম	জলপাইগুড়ি	৮০১০৫৪৬৭০৭

জলপাইগুড়ি জেলার রাণীনগর জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের যে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত -

১) প্রশিক্ষণটি সার্বিকভাবে ভালো হয়েছে।
২) প্রশিক্ষক ও সঞ্চালকদের ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতি যথেষ্ট ভালো ছিল।
৩) আগামী ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় প্রশিক্ষণ হলে ভালো হয়। **(রাজকুমার রায়, সহ-সভাপতি, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই যে খেলা দিয়ে প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু করা হয়েছিল তা আমাদের খুব ভালো লেগেছে। **(শান্তমায়া নার্জিনারি, সভাপতি, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসার আগে আমার আশঙ্কা ছিল যে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ৬ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ নেওয়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি সুষ্ঠুভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করতে পেরেছি। **(সুনতী রায়, সহ-সভাপতি, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের প্রশিক্ষণটি আমাদের পক্ষে উপযোগী হয়েছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ আরও প্রয়োজন। **(কালিদাস মুখার্জ্জী, সহ-সভাপতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণটি সার্বিকভাবে ভালো হয়েছে।
২) বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।
৩) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা আমাদের মুগ্ধ করেছে। **(সফিরুদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, মাটিয়ালী পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের এই ৬ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণের দিনগুলিতে আমরা সকলে দলগত রাজনীতি ভুলে একটি পরিবারের মতই থেকেছি।
২) পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনা করতে এই প্রশিক্ষণ আমাদের প্রয়োজন ছিল। **(তৃষ্ণা বরুয়া, সভাপতি, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) এই ধরনের প্রশিক্ষণ আরও প্রয়োজন। **(হেমন্ত রায়, সভাপতি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) এই প্রশিক্ষণের দিনগুলিতে জেলার সব পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের সঙ্গে শুধু পরিচয়ই হয়নি পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতাও গড়ে উঠেছিল।
২) জেলার বেশ কিছু আধিকারিকদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। **(সন্ধ্যা বিশ্বাস, সভাপতি, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি ভালো ছিল। **(রিঙ্কু তরফদার, সভাপতি, আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সরেজমিন পরিদর্শন আমাদের কাজে লেগেছে। **(ছুনু ঘিসিং, সভাপতি, মাদারীহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভেতরে রাস্তার দু'ধারে গাছ লাগালে সৌন্দর্য বাড়বে।
২) সকালের টিফিনটি আরও ভালো হওয়া প্রয়োজন ছিল। **(সত্যেন্দ্র নাথ মন্ডল, সভাপতি, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) প্রশিক্ষণ পর্বটি একনাগাড়ে হওয়াতে শেখার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে গেছে। একটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর কিছুটা বিরতি থাকলে এবং প্রশিক্ষণটি ভাগ ভাগ করে হলে আমাদের বোঝার সুবিধা হত। **(সুজয় কুমার সিংহ রায়, সভাপতি, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতি।)**

১) সময়ের স্বল্পতার জন্যে প্রশিক্ষণের সব বিষয়ে বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে গেছে।
২) প্রশিক্ষণ পর্ব চলাকালীন আমরা সকলে একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে ৬ দিন একসাথে কাটিয়েছি।
৩) স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের আচরণ আমাদের মুগ্ধ করেছে।
৪) উপস্থাপক ও সঞ্চালকদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী যা আমাদের বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করেছে।
৫) আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য পাঁচ বছরের যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি তার মধ্যে এই প্রশিক্ষণের ৬ দিন আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
রাখী বর্মন, সভাপতি, সদর পঞ্চায়েত সমিতি।

মহিলা বিষয়ক বিশেষ গ্রাম সভার আহ্বান জানাল পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক

বার্তা প্রতিনিধি: সারা দেশ জুড়ে সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে অক্টোবর -নভেম্বর মাসের যে কোনও দিন মহিলা কেন্দ্রিক বিষয়ে বিশেষ 'গ্রাম সভা' অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাল কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। মূলত: মহিলাদের সমস্যাগুলি নিয়েই এই সভায় আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক সভায় মহিলা কেন্দ্রিক আলোচনার বিষয়গুলিও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

■ মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে অপমানিত হওয়া, হিংসার শিকার হওয়া, কম বয়সে মা হওয়া, পর্যাপ্ত খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা, সন্তান-সম্ভবা মায়েদের রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতির মত যে সমস্ত সমস্যায় মহিলারা সম্মুখীন হন সেই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলায় নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে গ্রাম পঞ্চায়েত।

■ দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিগত কয়েক বছরে পুত্র-কন্যার জন্ম হার, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা অধিক হওয়ার প্রভাব, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় সহ কন্যা ভ্রূণ হত্যার মত অনৈতিক কাজ এবং মানুষকে বুঝিয়ে কন্যা সন্তানের মূল্য বাড়ানো প্রভৃতি পরিষেবামূলক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

■ পঞ্চায়েত মহিলা সুরক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই বিষয়গুলি মহিলাদের বুঝিয়ে বলা এবং যে সব বিষয় নিয়ে মহিলারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে চাইবেন সেই সব বিষয় আলোচনার জন্য মহিলা সভা গঠন করা।

■ একজন মহিলা সদস্যকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তত্ত্বাবধান কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত করা।

■ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য যাতে সন্তান-সম্ভবা মায়েদের রেজিস্ট্রেশন, শিশুর জন্ম ও টিকাকরণ সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় এব্যাপারে তার মতামত তুলে ধরতে পারেন সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া।

■ শিশু কন্যা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলারা এই বিষয়ে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মনোনীত হবেন।

■ ব্লক ও জেলা প্রশাসন সভার তারিখগুলি সকলের সুবিধামত এমনভাবে স্থির করবে যাতে এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য আধিকারিকরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন।

অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। অক্টোবরে কোন কাজ হয়নি। পুরো নভেম্বর মাস হাতে রয়েছে। এই মাসে মহিলা সভা সংগঠিত করে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় পঞ্চায়েতের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

গাছে টাকা

শক্তিপদ বর: *পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হোয়াংদা সংসদ। এই হোয়াংদা সংসদের গোয়ালডি গ্রামে বাড়ি শান্তিবালা রাজোয়ারের। তিনি পূজা মহিলা সমিতির দলনেত্রী। দলটি তৈরি হয়েছে ২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর। দলের সদস্যা সংখ্যা ১২ জন। জয়পুর ইউ বি আই ব্যাঙ্কে শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে দলের নামে, যার নং - ০৪৪৬০১০২১৮৪২৯। গত ফাল্গুন মাসে নিজের বসত বাড়ির পাশের ক্ষেতে দু'টি কুমড়োর বীজ লাগিয়ে ছিল শান্তিবালা রাজোয়ার, তার মধ্যে একটি গাছ হয়েছিল। এই কুমড়ো বীজ পেয়েছিল লোক কল্যাণ পরিষদের কাছ থেকে।*

এরপর ছয়ের পাতায়

একহয়েছে মহিলা দল করবে এবার দিন বদল

সুমনা মজুমদার: বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের বাতিকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়মিঠা, মঙ্গলডিহি পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মনডিহি, রাখাইপুর, ঘুড়িষা পঞ্চায়েতের শ্রীপুর, তিনোড় লাইব্রেরী, ইলামবাজার পঞ্চায়েতের শ্রীচন্দ্রপুর, জয়দেব পঞ্চায়েতের টিকোরবেতা, সুগড় সংসদগুলিতে সাড়া ফেলেছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস যা গ্রামের মানুষের কাছে ভি.এইচ.এন.ডি নামে পরিচিত। এই দিনটিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী, আশা কর্মী, সন্তান-সম্ভবা ও প্রসুতি মায়েরা সহ উপসংঘের সদস্যরা মিলে শিশুদের টিকাকরণ কর্মসুচি, পুষ্টি এবং মাতৃ স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ধারাবাহিক আলোচনার সুফল হল, মহিলারা এখন আর তাদের বাচ্চাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠিয়ে চুপচাপ বসে থাকছেন না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে যেভাবে তদারকি করছেন এবং বাচ্চাদের ওজন ও শারীরিক বৃদ্ধির পরিমাপ লক্ষ্য করছেন তা বেশ চোখে পড়ার মত। অথচ এক বছর আগেও এভাবে মায়েদের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়নি। আরও আশার কথা হল, শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ির কাজের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে না। স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও তারা নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আলোচনায় পরিকাঠামোর সমস্যা যেমন উঠে আসছে তেমনি মহিলা ও কিশোরীদের বিশেষ দিনগুলিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন (পাওসি) ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের চতুর্থ শনিবারের সভায় গ্রামের মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে নভেম্বর মাসের ষান্মাসিক সংসদ সভায় আলোচনা এবং সংসদ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে দলের মহিলারা ঠিক করে ফেলেছেন। সংসদ ভিত্তিক যে সমস্ত সমস্যাকে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি হল-

_ শিশুদের বসে খাওয়ানোর জায়গার অভাবের সমস্যা মেটাতে হবে।

_ ছোট শিশুদের জন্য গরম খাওয়ার পরিবেশন এবং বসিয়ে খাওয়ানোর সমস্যা মেটাতে হবে।

_ শিশুদের ওজন মেশিন না থাকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

_ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাছাকাছি লাল শিশুর সার্বিক পরিষেবা না থাকার সমস্যা মেটাতে হবে।

_ আধুনিক চিকিৎসা না জানা হাতুড়ে চিকিৎসক ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্যাপারে সমস্যা মেটাতে হবে।

_ এলাকায় হাতুড়ে চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত নয় এমন দাইরা পরিষেবা দিচ্ছেন। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

_ সংসদ ও জনসংখ্যা পিছু নির্দিষ্ট আশা কর্মী না থাকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

_ শ্রীচন্দ্রপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নতুন কেন্দ্র চালু করতে হবে।

পতিত জমি ব্যবহারে আয় বাড়াল পুরুলিয়ার দুই মহিলা কিষাণ

কলেবর সরেন: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের চিতমু গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলামু পাহাড়ের কোলে খটঙ্গা গ্রাম। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এই গ্রামেও মহিলারা জোট বেঁধে গড়ে তুলেছে স্বনির্ভর দল। বেলামু বুরু মহিলা সমিতি, বিদুচন্দন মহিলা সমিতি, খটঙ্গা ১ নং মহিলা সমিতি, ও জাহের বুড়ি কল্যাণ মহিলা সমিতি নামে ৪টি স্বনির্ভর দলের সাথে এখানে ৫৫টি পরিবার জড়িত। সকলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে মহিলাদের কাজ বলতে বোঝায় মাঠে চাষবাস আর পাথর ভাঙ্গার কাজ। অধিকাংশেরই অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মতই। বছরের বেশিরভাগ সময়েই পাথর ভাঙ্গার কাজে যুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু এই শ্রমসাধ্য কাজ থেকেও সঙ্গে সঙ্গে আয় হয় না। কেনার লোকের অভাবে ভাঙ্গা পাথর পড়ে থাকে। কোন কোন পরিবার অক্লান্ত পরিশ্রম করে দু'চারটি করে ছাগল পালন করে থাকে। স্বনির্ভর দল করার সুবাদে এখানকার আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে সঞ্চয়ের একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। জাহের বুড়ি কল্যাণ মহিলা সমিতির ছুমু মান্ডি ও মালাবতী হাঁসদা দু'জনেই মাঠে চাষবাসের কাজ করে থাকেন। তারা দলের তহবিল থেকে পাঁচশ' টাকা করে লোন নিয়ে পতিত জমিতে মাঠ ফসলের উদ্যোগ নেন। প্রথমে তারা দু'বিঘা জমিতে কলাই চাষ শুরু করেন। পরে টমেটো চাষের জন্য (পুরুলিয়ায় বিলাতী নামে পরিচিত) পাশে পড়ে থাকা দেড় বিঘা জমিও পরিস্কার করে নেন। আষাঢ় মাসেরক প্রথম সপ্তাহে দু'ফুট অন্তর অন্তর চারা বসানো হয়। পাশাপাশি দু'টি সারির মধ্যে তিন ফুট ব্যবধান রাখা হয়। টমেটোর (বিলাতী নামে পরিচিত) ফলন ভালই হয়েছে। মাঝে মাঝে তরল সার (গোবর ও জলের মিশ্রণ) ব্যবহার করা ছাড়া বাইরে

এরপর ছয়ের পাতায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সাঁকরাইল সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প এলাকার অধীন পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচির প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত করন এবং প্রকল্প এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সেগুলি পরিবহন করার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

আগামী ৪ঠা নভেম্বর ২০১৩ থেকে ২৮ই নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারি কাজের দিনে বেলা বারোটা থেকে বিকাল চারটের মধ্যে প্রকল্প অফিস থেকে (ঠিকানা:- আন্দুল, আড়গোড়ী) আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান টেন্ডারের বিশদ শর্তাবলী ও টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন।

টেন্ডার ফর্ম জমা দেওয়া যাবে এস ডি ও অফিসে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে ২৯-১১-১৩ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত। টেন্ডার খোলা হবে মহকুমা শাসক, হাওড়া (সদর) দপ্তরে দুপুর ৩.৩০ টায় ২৯.১১.১৩ তারিখে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সি ডি পি ও, সাঁকরাইল, হাওড়া (আড়গোড়ী, আন্দুল, মৌড়ী) অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক,
সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প,
সাঁকরাইল, হাওড়া।

স্মারক সংখ্যা - ৮৪৭(২) হাওড়া/জেলা তথ্য তারিখ - ৩০.১০.২০১৩

পথ দেখাচ্ছে জল বিভাজিকা কর্মসূচি

তিন মাসে আড়াই গুণ লাভ

যাদব কুমার মন্ডল: মাটিতে সত্যি সোনা ফলে। চাষীরা এই মাটিকেই খাঁটি সোনা বলে মনে করেন। চাষকে লাভজনক করার স্বপ্নে বিভোর রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফরিদপুর গ্রামের চাষী জয়ন্ত চক্রবর্তীও মাটিতে সোনা ফলাতে চান। রাজনগর ব্লকে সুসংহত জল বিভাজিকা কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা শুনে জঙ্গল হয়ে পড়ে থাকা তার একটি ১০ কাঠা জমিতে ভুট্টা চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

লোক কল্যাণ পরিষদের কাছ থেকে এই কর্মসূচির অধীনে তিনি ১ কেজি ভুট্টা বীজ সেই জমিতে লাগান। তার খরচ হয়েছিল ১০৪৫ টাকা। এক্ষেত্রে ৪ গাড়ী গোবর সারের জন্য গাড়ী প্রতি ৮০ টাকা হিসেবে। ৪ গাড়ী গোবরের মূল্য ৮০x ৪ = ৩২০ টাকা। ১০০ টাকা করে ৫ জন মজুরের জন্য ১০০x ৫ = ৫০০ টাকা। ১০: ২৬: ২৬ তিন কেজি ২৫x ৩ = ৭৫ টাকা। অন্যান্য খরচ বাবদ ১৪০ টাকা। তাহলে মোট খরচ দাঁড়ায় - ১০৪৫ টাকা। এবার উৎপাদনের হিসেবে আসা যাক। কিন্তু তার উৎপাদন হয়েছে সাড়ে চার কুইন্টাল, যার বাজার মূল্য কেজি প্রতি ৮ টাকা করে ধরলে বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৩৬০০ টাকা। এছাড়া আগে পরে গ্রামের অনেকেই খেয়েছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে ১০ কাঠা জমি থেকে লাভ হয়েছে ২৫৫৫ টাকা। ফসলটি ছিল মূলত: তিন মাসের। এই কাজ দেখে পাশের গ্রামের চাষীরা অবাক। কী করে সম্ভব?

এটা তাদের কাছে কৃষি মডেল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এছাড়া রাজ্যস্তরের সরকারি আধিকারিকগণ এবং জেলার ডি আর ডি সি'র প্রতিনিধিরা খুব খুশি এবং তারা জয়ন্ত বাবুকে এ ব্যাপারে সাধুবাদ জানান। চাষবাসের মাধ্যমে তিন মাসে আড়াইগুণ লাভ ঘরে তোলা নি:সন্দেহে কৃতিত্বের।

এস আর আই পদ্ধতি : মহিলা কিষাণের দৃষ্টিতে

শিবানী মাহাত: পদ্ধতি না জানার জন্য ধান চাষে অনেক বেশি বীজ ও শ্রমিক প্রয়োজন হতো, আর ফসলও হতো বেশিরভাগ চপড়া। লোক কল্যাণ পরিষদের প্রচার থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম এই এস আর আই পদ্ধতিতে চাষ করা অনেক সুবিধা বা লাভজনক। আমরা এতদিন যে পদ্ধতিতে চাষ করছিলাম তাতে অনেক বেশি বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফেলা হতো। আর রোপণের ও নিড়ানের সময় অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হতো। এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই পদ্ধতিতে ধান লাগালে আমাদের অনেক দিক থেকে সুবিধা। যেমন বীজের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেতটাতে ১ কেজি ধানের বীজ প্রয়োজন, সেই ক্ষেতটাতে আমরা ২০ কেজি ধানের বীজ ফেলেছিলাম। বীজ তো নষ্ট হলই, রোপণেও অনেক বেশি সময় লাগল। আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার তাই আগের পদ্ধতিতে আর ধান লাগাবো না।

এস আর আই পদ্ধতিতে লাগালে এতে আবার ধানের রোগও কম হয়। আর ধানও বেশ মোটাসোটা হয়। প্রথম প্রথম এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু আমার নিজের এ ব্যাপারে দু'বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার জমির ধান দেখে অন্যান্যরা পরের বছর তাদের জমিতেও এই পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। এই বছর অন্তত: ৮-১০ জন মহিলা কিষাণ এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষে সামিল হয়েছেন। জলের অভাবের জন্য একটু বীজের বয়স বেশি হয়েছিল। কিন্তু বয়স হলেও ধান মোটামুটি ঠিকই আছে। আমার ভালো লাগার একটি বড় কারণ হল, এতে মহিলা কিষাণদের সক্ষমতাটুকু ধীরে ধীরে বাড়ছে। তারা এখন বুঝতে পারছেন, কিসে সুবিধা আর কিসে অসুবিধা।

পুরুলিয়ার মতো রুক্ষ্ম জায়গায় যেখানে জলকষ্ট, দারিদ্র মানুষের নিত্য সঙ্গী সেখানে এমন ধরনের চাষাবাদ প্রয়োজন যেখানে কম লাগবে জল, কম লাগবে বীজ, আর কম লাগবে টাকা পয়সা। তাহলেই পুরুলিয়ার মহিলা কিষাণরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন।

পাঁচের পাতার পর...

পতিত জমি ব্যবহার

থেকে রাসায়নিক বা কীটনাশক কিছুই ব্যবহার করা হয় নি। জৈব সারের ফলন ভালই হয়েছে। গাছ ভর্তি টমেটো মহিলা কিষাণদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

মাত্র তিন চার মাসের মধ্যে কলাই এবং টমেটো চাষ করে দুই মহিলা কিষাণ পরিবার ভালই আয় করেছে। যদিও বেশি বৃষ্টির জন্য কলাই চাষ মার খেয়েছে। ৫০ কেজি কলাই দুই পরিবার ২৫ কেজি করে ভাগ করে নিয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ৪০ টাকা কেজি ধরলে দু'হাজার টাকা।

পরিবার পিছু তিন মাসে হাজার টাকা আয় ধরাই যেতে পারে। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২০ টাকা কেজি ধরে ৩৫০ কেজি টমেটো বিক্রি করে দুই পরিবারের আয় হয়েছে ৭০০০ টাকা অর্থাৎ পরিবার পিছু ৩৫০০ টাকা করে। অর্থাৎ চার মাসে একটি মহিলা কিষাণ পরিবার টমেটো ও কলাই থেকে প্রায় ১২০০ টাকা আয় করেছে। প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম করে পাথর ভাঙ্গার পর ভাঙ্গা পাথর বিক্রি না হওয়ার কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। এই চাষকে আগামী বছর আরও এগিয়ে নিতে চান দুই মহিলা কিষাণ ছুমু মান্ডি ও মালাবতী হাঁসদা।

পাঁচের পাতার পর...

গাছে টাকা

পরিষদের কর্মীদের পরামর্শ মত প্রতি সপ্তাহে অন্তত: একবার গোবর জল (এক লিটার জলে ১৫০ গ্রাম গোবর গুলে ১২ ঘন্টা রেখে উপরের পরিস্কার জল) ব্যবহার করত। ফলে গাছে অন্য কোন রোগ পোকা লাগেনি। গাছের খাদ্য হিসাবে দু'দিন ছাড়া ছাড়া বাসি ভাতের মাড় দেওয়া হত, এই কুমড়ো গাছ থেকে শান্তিবালা রাজোয়ার ৫০টি কুমড়ো পেয়েছেন। প্রত্যেকটি কুমড়োর গড় ওজন ১২-১৪ কেজি। কুমড়ো বিক্রি করে মোট ১৫০০ টাকা পেয়েছেন শান্তি দেবী। আবার বাড়ীতে সবজি হিসাবেও খেয়েছেন। এইভাবে একটি মাত্র গাছ থেকে ১৫০০ টাকা আয় হতে পারে ভেবে শান্তিবালা রাজোয়ারও অবাক। শান্তিবালা রাজোয়ারের স্বামীর কথা হল, গাছের ঠিকমত যত্ন নিলে একটি গাছ সন্তানের মত আয় দিতে পারে।

চালতার ভেষজ গুণ

নাসিরুদ্দীন গাজী: নানা ধরনের ভেষজ ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ চালতা ডাল ও চাটনিতে সুস্বাদু। গন্ধটাই যেন আলাদা। গ্রামবাংলায় বাড়িতে, মাঠে চালতা গাছ দেখা যায়। কেউ যে খুব একটা যত্ন আত্তি করে এমন নয়। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই চালতা গাছের বেড়ে ওঠা। পুষ্ট চালতা আপনা থেকেই ঝরে পড়ে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। অনেকে আবার চালতা থেতো করে গুড়, কাঁচা লংকা মিশিয়ে চাটনি তৈরি করে খায়। চালতা টক হলেও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। ১০০ গ্রাম চালতায় পাওয়া যায়- প্রোটিন ৩.০ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.৯ গ্রাম, ফ্যাট ০.১ গ্রাম,অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ১.৯ মিলিগ্রাম এবং ক্যালসিয়াম ০.৫ গ্রাম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগেও চালতা ব্যবহার ব্যবহার করা যেতে পারে দেশজ ভেষজ হিসাবে।

শূলরোগ: পাকা চালতা বেটে ২০ মিলি রসে এক চামচ চিনি মিশিয়ে দিনে একবার খেলেই শূল রোগে ফল পাওয়া যেতে পারে।

বাত রোগ: ৩০ গ্রাম কচি চালতা বাটা এক গ্লাস ঠান্ডা জলে মিশিয়ে খেলে বাতের কষ্ট কমতে পারে।

পিত্তের প্রকোপ : ছোটো আকারের কচি চালতা ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কেটে ১২০ মিলি জলে সেদ্ধ করে আধ কাপ করে ঠান্ডা অবস্থায় দিনে একবার খেলে পিত্ত ঠান্ডা থাকে।

ঠান্ডা লেগে জ্বর হলে : ৩০ মিলি পাকা চালতার রস, তিন চামচ চিনি ও ৭০ মিলি জল একসাথে মিশিয়ে দিনে একবার খেলে জ্বরের উপশম হতে পারে।

মূর্চ্ছায়: ২ চামচ রস ১/৪ কাপ জলে মিশিয়ে সকাল ও বিকেলে খেলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

পেটে গ্যাস ও কোষ্টবদ্ধতা: ডাসা ফলের রস ২ চামচ ১ কাপ জল সহ সকালে ও বিকালে খালি পেটে খেলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

ফোঁড়া পাকাতে: পাকা ফল বেটে ফোঁড়ার ওপর প্রলেপ দিলে তা ফেটে যায়।

অন্যান্য ফলের মত চালতা ওষুধের সহায়ক রূপে কাজ করে থাকে।

প্রাণীসম্পদের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন

রাজীব চৌধুরী: প্রাণীসম্পদের সৃষ্টি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদ সমৃদ্ধশালী ও মানবজাতি স্বনির্ভর হয়। এই সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁয় কিছু মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা ও চিন্তার ফসলে তৈরি হল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বনগাঁ সোসাইটি ফর হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল রিসোর্স ওয়েলফেয়ার।

এই সংস্থাটি মাত্র তিন হাজার টাকা পুঁজি পাথেয় করে পথ চলা শুরু করে বছর খানেক আগে। শুরুতে গ্রামে গ্রামে প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা, প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং সবুজ ঘাস চাষ করার জন্য দুগ্ধ উৎপাদক ও গো-পালকদের উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমানে চারশোর বেশি গ্রামে দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে চারটি, যেখানে দৈনিক প্রায় কুড়ি হাজার লিটারের বেশি দুধ শীতলীকরণ করা হয়। খুব শীঘ্র গাইঘাটাতে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি করার জন্য ডেয়ারি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার সভাপতি প্রবীর শংকর ভট্টাচার্য জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রাণী চিকিৎসা শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এখন প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষিত বেকার যুবক সংগঠনের ছত্রছায়ায় এসে কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাথমিক গো-চিকিৎসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই সংস্থার কর্মকান্ড আজ বনগাঁ মহকুমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলাতেও।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত